গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
উন্নয়ন সমন্বয় শাখা
www.cabinet.gov.bd

বিষয়: জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন উপকমিটির প্রথম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব এন এম জিয়াউল আলম, ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)
সভার তারিখ	:	০৯ জুন ২০১৬
সময়	:	বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	লিজেন্ডারি সভা কক্ষ, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, আগারগাঁও, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: **পরিশিষ্ট-ক** সংযুক্ত ।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জানান সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দকৃত বাজেটের সর্বোচ্চ উপযোগিতা নিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহকে আরও সুসংহত করার লক্ষ্যে সরকার ২০১৫ সালে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করেছে। এটি মূলতঃ অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি রোডম্যাপ।

২। তিনি উল্লেখ করেন যে, কৌশলপত্র অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) কর্তৃক একটি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ১৫ জুলাই ২০১৬ তারিখের মধ্যে ক্লাস্টার সমন্বয়ক ৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক সিএমসি-তে উপস্থাপন করার জন্য সিদ্ধান্ত রয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে উপকমিটি উক্ত ৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিকল্পনা পর্যায়ক্রমে প্রস্তুতের জন্য উপকমিটি কাজ করবে মর্মে তিনি জানান।

৩। সভাপতি উপকমিটি গঠন সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট পরিপত্রটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ পড়ে শোনান। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, উপকমিটি যথা সময়ে অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। অতঃপর তিনি সভার কার্যপত্র অনুযায়ী সভার আলোচ্য বিষয়ের ওপর আলোচনা উপস্থাপনের জন্য সোসাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট (এসএসপিএস) প্রোগ্রামের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক জনাব ফয়জুল ইসলামকে অনুরোধ জানান।

৪। সভাপতির আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব ইসলাম জানান, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয় ও ক্লাস্টার ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে এসএসপিএস প্রোগ্রামের সহযোগিতায় গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছিল। কর্মশালার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাঁদের কর্মপরিকল্পনা প্রাথমিকভাবে প্রণয়ন করেছে। তবে কর্মপরিকল্পনাসমূহ আরও পরিমার্জন করা প্রয়োজন হবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাঁদের কর্মপরিকল্পনা এখনও প্রণয়ন করতে পারে নি বলে তিনি সভাকে অবহিত

করেন। এ উপকমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ছক অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনাসমূহ পুণর্বিন্যাস এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নতুনভাবে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন হবে মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

৫। অতঃপর জাতীয় প্রকল্প পরিচালক কর্মপরিকল্পনার একটি প্রস্তাবিত ছক উপস্থাপন করেন। কর্মপরিকল্পনা ছকের ওপর বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভার অধিকাংশ সদস্য মতামত ব্যক্ত করেন যে এটি আরও পরিমার্জন সহজীকরণ করা প্রয়োজন। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মপরিকল্পনা ছকটি সংশোধনপূর্বক সভাপতির নিকট উপস্থাপন করার অনুরোধ জানানো হয়। ছকটি চূড়ান্ত করা হলে এ ছক অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে পাঁচটি ক্লাস্টার সমন্বয়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগের (সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, ব্যংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়) পকর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি করে সভা আয়োজন করা যেতে পারে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি টিম কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সভায় প্রয়োজনীয় কারিগরি ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।

৬। **সিদ্ধান্ত:**

ক) জাতীয় প্রকল্প পরিচালক কর্মপরিকল্পনার উপস্থাপিত ছকটি সভার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনপূর্বক আগামী তিন কার্য দিবসের মধ্যে সভাপতির নিকট উপস্থাপন করবেন;

খ) প্রথম পর্যায়ে আগামী ১৫ জুলাই ২০১৬ তারিখের মধ্যে পাঁচটি ক্লাস্টার সমন্বয়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগের (সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, ব্যংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়) কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতের লক্ষ্যে উক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি করে সভা আয়োজন করবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি টিম কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের উক্ত সভায় প্রয়োজনীয় কারিগরি ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করবে।

গ) পাঁচটি ক্লাস্টার সমন্বয়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত হলে পরবর্তীতে তার অনুসরণে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের স্ব স্ব কর্মপরিকল্পনা যথাসময়ে সম্পন্ন করবে।

০৭। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

(এন এম জিয়াউল আলম)
ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)